শিক্ষক দিবস

আজ, শিক্ষক দিবসে আমার চলার পথের বর্তমান এবং পূর্বের সমস্ত শিক্ষক মহাশয়দের সশ্রদ্ধ প্রনাম জানিয়ে আমি দু-চার কথা বলছি।

গুরু বা শিক্ষক শব্দটির মধ্যে এমনই একটি ভাব রয়েছে যা আমাদের মনে অজান্তেই এক সম্মানবোধের উদ্রেক ঘটায়। একমাত্র গুরুই পারেন একজন কে আর্দশবান মানুষ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে। আমরা যা শিখেছি, যতটা জেনেছি, তার অধিকাংশই শিখিয়েছেন আমাদের শিক্ষকরা। কথাতেই আছে 'গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর' -- যার মর্মার্থ আমরা পৌরাণিক কাহিনী মহাভারত থেকেও বুঝতে পারি। মহাভারতে আমরা দেখতে পাই গুরু দ্রোণাচার্য কৌরব এবং পান্ডবদের শুধু শিক্ষাদানই করেননি বরং তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে উপলব্ধি করে, সেই ভিত্তিতে শিক্ষাদান করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শী করে তোলেন। তেমনি একজন আদর্শ শিষ্যেরও যে তার শিক্ষকের প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং কর্তব্য থাকা উচিত তা আমরা একলব্যের গুরু দ্রোণাচার্যের প্রতি ভক্তি থেকে শিখতে পারি।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, শিক্ষকদের থেকে আমরা যে নৈতিকতা ও মুল্যবোধের শিক্ষা অর্জন করি তা জীবনের বাকি দিনগুলোতেও বহন করে থাকি। স্কুলের গন্ডি পার করার পর, কম বেশি আমরা সবাই বারংবার ফিরে দেখি ফেলে আসা সেই দিনগুলি। আসলে ওই দিনগুলোই বেশ ছিলো, পরীক্ষার টেনশন, হাজার বকুনি, চোখ রাঙানির বেড়া জালের ওই চনমনে অতীতকেই আজও খুব ভালো সময় বলে মনে হয়। যে সময় টায় আমাদের গড়ে তোলার কারিগর হিসাবে ছিলেন শিক্ষকরা। আজও তারা বিরামহীন ভাবে তাদের জ্ঞান উজার করে দিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে।

সারাবছর ইতিহাস ভালো না লাগলেও এই দিনটার ইতিহাস-এর জন্য একটা আলাদা রকমের ভালোবাসা আমাদের মনে রয়েছে। কারণ এই দিন স্কুলে পড়াশোনার পাঠ বন্ধ থাকে, স্যার ম্যাডাম দের বকুনি থেকে খানিক নিস্তার পাওয়া যায়, এছাড়াও অল্প সময়ের জন্য নিচু ক্লাস কে পড়িয়ে নিজেকে শিক্ষক বা শিক্ষিকা ভাবার আনন্দ পাওয়া যায়।

আজ ৫ ই সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবস, আজকের দিনটি প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছেই এক বিশেষ দিন। যে মহান ব্যক্তির জন্মদিন উপলক্ষে আজকে এই শিক্ষক দিবস পালন করা হয় তাকে নিয়ে দু-চার কথা না বললেই নয়, হ্যাঁ তিনি হলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ।

১৮৮৮ সালের আজকের দিনেই তামিলনাড়ুর এক দরিদ্র ব্রাহ্মন পরিবার এ জন্মগ্রহন করেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। ছাত্র হিসাবে তিনি ি ছলেন অত্যন্ত মেধাবী। ১৯০৫ সালে তিনি মাদ্রাস খ্রিষ্টান কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি মহীসূর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩১ সাল-এ ইংরেজরা তাঁকে নাইটহুড উপাধিতে সম্মানিত করেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ দার্শনিক এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দশ বছর স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার বহন করেন।

এছাড়াও নানান দায়িত্বভার গ্রহন করলেও সর্বপরি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে -- Teachers should be the best mind in the country.

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর কিছু গুনমুগ্ধ ছাত্র ও বন্ধুরা জন্মদিন পালন করতে চাইলে তিনি বলেন -- '৫ ই সেপ্টেম্বর আমার জন্মদিন করার পরিবর্তে শিক্ষক দিবস পালন করলে আমি অধিক সম্মানিত বোধ করব।' এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের পর থেকে ৫ ই সেপ্টেম্বর দিনটি ভারতবর্ষে শিক্ষক দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়ে চলেছে। শিক্ষক আমাদের জীবনের গুরত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষক ছাড়া যোগ্য সমাজ ও উজ্জল ভবিষ্যত আমাদের কল্পনাতীত।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর সঙ্গেই আজ আরও বহু মানুষের উল্লেখ করা দরকার। এখানেই বলা যেতে পারে আরেক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কথা ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম। নিজের জীবনে বারংবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কালাম। তাঁর বিভিন্ন লেখায় উঠে এসেছে শিক্ষার মাহাত্মের কথা। শুধু তাই নয় ভারতকে এক পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান দেওয়ার নেপথ্যেও তাঁর ভূমিকা আমাদের সকলেরই জানা। কথা ওঠে শিক্ষার উদ্দাশ্য কী? মানে কয়েকটি বই মুখস্থ করার নামই কী শিক্ষা? নাকি জ্ঞান, বুদ্ধি এবং চিন্তাভাবনার প্রকৃত বিকাশই শিক্ষা? দ্বিতীয়টাই যে সত্য তা বহু বছর আগে বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যা হোক করে একটা চাকরি জোগাড় করার শিক্ষা যে শিক্ষাব্যবস্থা দেয় তা ছিল তার কাছে অসন্তোষের কারণ। আর তাই তিনি গড়েছিলেন এক ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্বভারতী। তাঁকে ছাড়া শুধু শিক্ষক দিবস কেন, একটি মুহুর্তও কাটানো সম্ভবপর নয়

Speech-2k21

বর্তমান covid-19 পরিস্থিতি আমদের ছাত্রজীবনকে যেভাবে থমকে দিয়েছিল তাকে overcome করে আমাদের শিক্ষক মহাশয়রাই ছাত্রজীবন কে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করছেন, এই সহযোগিতাও আমাদের পথের পাথেয়।

অতঃপর, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ-এর বিখ্যাত দুটি বাণী ---
প্রথমত, শিক্ষার সর্বোচ্চ ফল হওয়া উচিত একজন সৃজনশীল মানুষ, যিনি বিপরীত পরিস্থিতি ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন।
দ্বিতীয়ত, আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসুন, কারণ আপনি নিজেই আপনার প্রতিবেশী। আপনার প্রতিবেশী অন্যকেউ এটা একটি ভ্রম মাত্র।
এই দুই উক্তিকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মেনে চলার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ও এখানে উপস্থিত সকল শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Pratik Mukherjee

Speech-2k21